5) স্বপ্ন কৃতি কী? ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করো।

Ans⇒ যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশে স্বপ্নকালীন চেতনায় দেখা দেয় তাকে '<u>স্বপ্নকৃতি</u>' বলে। স্বপ্নকৃতির জন্যই স্বপ্নের অব্যক্ত রূপ ছদ্মবেশে ব্যক্ত স্বপ্ন রূপে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েড স্বপ্নকৃতির কয়েকটি কৌশলের উল্লেখ করেছেন। যথা— (i) সংক্ষেপণ, (ii) ~~অভি~~ অভিক্রান্তি, (iii) নাটকীয়তা (iv) প্রতীকতা ও (v) অনুযোজনা।

(i) <u>সংক্ষেপন</u> :— সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একাধিক অব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদানকে মিশ্রিত করে ব্যক্ত স্বপ্নের রূপ দেওয়া হয়। এর ফলে স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে স্বপ্নের রূপটি অদ্ভুত বলে মনে হয় এবং স্বপ্নের নিহিত অর্থ তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। <u>যেমন</u> — কোনো ব্যঙ্গচিত্রে

কোন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদের মুখাবয়ব বিকৃত করে নিরীহ জন্তুর মুখের অনুরূপ অঙ্কিত করা হয়, সংক্ষেপণ প্রক্রিয়াতেও স্বপ্ন সেইরকম বিকৃত হয়।

(ii) **অভিক্রান্তি :-** স্বপ্নকৃতির আর একটি কৌশল হল, অভিক্রান্তি, যার দ্বারা অবদমিত কামজ ইচ্ছার স্বরূপ গোপন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অতৃপ্ত কামনার মুখ্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে গৌণ বা তুচ্ছ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার ফলে তুচ্ছ অপ্রকাশিত স্মৃতি স্বপ্ন-দ্রষ্টার কাছে অদ্ভুত অথবা হাস্যকর রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন — কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখতে পারেন যে, তিনি সদ্য-বিবাহিতা সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে নির্লজ্জের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহের যৌতুকের দিকে যখনই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে তখনই তিনি লজ্জায় নিজেকে লোকানোর চেষ্টা করছেন।

(iii) **নাটকীয়তা :-** এই প্রক্রিয়ায় অতৃপ্ত কামনা-বাসনা একটি কাহিনী বা নাটকের আকারে প্রকাশ পায় এবং তার ফলে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিজ রূপে প্রকাশিত না হয়ে বিকৃতরূপে বা ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়। এই প্রক্রিয়ায় অতৃপ্ত ইচ্ছাসমূহের প্রকাশ ঘটে কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্যের অসংলগ্ন রূপে। যেমন— কোনো ব্যক্তির বিদেশে যাবার তীব্র নির্জ্ঞান ইচ্ছা থাকলে সে, ~~নাটকীয় দৃশ্যের~~ দ্বারা ইচ্ছা কয়েকটি অসংলগ্ন নাটকীয় দৃশ্যের দ্বারা স্বপ্নে রূপায়িত হতে পারে — ধর্মতলায় মহম্মদ আলির দোকানে স্যুট কেস-কেনার দৃশ্য, দমদম এয়ারপোর্টে জনসমাগমের দৃশ্য, আকাশ পথে এরোপ্লেনের দৃশ্য, বিদেশে লন্ডন, নিউ-ইয়র্ক অথবা প্যারী শহরের দৃশ্য ইত্যাদি।

(iv) **প্রতীকতা :-** ফ্রয়েডের মতে প্রতীকতাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নকৃতি। মূলত এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই স্বপ্নের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাগুলি ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়, নির্জ্ঞানের কামজ বাসনাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশকালে কতকগুলি প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করে। ফ্রয়েড কতকগুলি সর্বজনীন প্রতীকের উল্লেখ করেছেন। যেমন — রাজা ও রাণী,

পিতা-মাতার প্রতীক ; ক্ষুদ্র প্রাণী যথা- ইঁদুর, বিড়াল - ছোট ভাই - বোনের প্রতীক ; জল, জন্মের প্রতীক ; ভ্রমণ, মৃত্যুর প্রতীক ইত্যাদি।

(V) **অনুযোজনা** :- অনুযোজনা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নকালীন কোন প্রক্রিয়া নয়, এ হল স্বপ্ন - পরবর্তীকালীন প্রক্রিয়া। নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নদর্শী যখন তার স্বপ্ন বর্ণনা করে তখন নির্জ্ঞান মন এই কৌশল অবলম্বন করে দৃষ্ট স্বপ্নকে আরও বিকৃত করে। অনুযোজনা আসলে নির্জ্ঞান মনের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া। নিদ্রাকালে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা বর্ণনা করি না। বিবৃত স্বপ্ন দৃষ্ট স্বপ্ন থেকে ভিন্ন।

■ 'স্বপ্ন' বলতে বোঝায় 'নিদ্রাকালীন চেতন অবস্থা', গভীর নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় মধ্যবর্তী অবস্থায় যে সব কল্পনারাশি প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা নিয়ে দেখা ~~দেয়~~ দেয়, তাদের 'স্বপ্ন' বলে। স্বপ্ন দেখা দেয় সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ অগভীর নিদ্রিত অবস্থায়। স্বপ্ন কল্পনাকে অবলম্বন করে ঘটে। স্বপ্নকালে কল্পনা- প্রতিরূপগুলি এত স্পষ্টভাবে দেখা দেয় যে, তাদের প্রত্যক্ষের বিষয় বলে মনে হয়। স্বপ্নাবস্থায় কল্পনা ও বাস্তবের প্রভেদ লুপ্ত হয়। স্বপ্ন ভ্রম প্রত্যক্ষ এবং অমূল প্রত্যক্ষের এক বিচিত্র মিশ্রণ।

স্বপ্নের কারণ হিসেবে অনেকে জাগতিক কারণের কথা বলেছেন অনেকে দৈহিক কারণের কথা বলেছেন আবার অনেকে মানসিক কারণের কথা বলেছেন। স্বপ্ন সম্পর্কে প্রধানত দুটি বিজ্ঞানসম্মত মত আছে। — (i) শরীর-ভিত্তিক মতবাদ ও (ii) মনোবিজ্ঞানসম্মত মতবাদ।

শরীর-ভিত্তিক মতবাদ অনুসারে দেহের অভ্যন্তরে অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে আমরা স্বপ্ন দেখি। এক্ষেত্রে আসলে স্বপ্ন অস্ফুট শারীরিক ব্যাধির ইঙ্গিত। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি একাধিক রাতে স্বপ্ন দেখেন, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তাহলে বুঝতে

হতে – তাঁর শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হচ্ছে না। কিন্তু স্বপ্ন মাত্রই দেহকেন্দ্রিক নয়, এক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদও আছে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদটি ফ্রয়েডের মতবাদ।

ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্পর্কে দুটি মৌলিক ও অভিনব উক্তি করেছেন — (i) স্বপ্ন হল নিদ্রা রক্ষক এবং (ii) স্বপ্ন হল ইচ্ছা-পূরণ।

সাধারণত আমরা মনে করি স্বপ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, কিন্তু ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্ন নিদ্রারক্ষক, স্বপ্ন আমাদের সুনিদ্রাকে সম্ভব করে। সুনিদ্রা দুটি কারণে বিঘ্নিত হতে পারে — (ক) শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি বহির্জাগতিক কারণে ও (খ) দুশ্চিন্তা, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মানসিক কারণেও। ছোটোখাটো বহির্জাগতিক কারণে যাতে আমাদের নিদ্রাবিঘ্নিত না হয় তার জন্য আমরা স্বপ্ন দেখি। যেমন— শীতের রাতে ঘুমের সময় কোন ব্যক্তির দেহ আবরণ মুক্ত হলে, তখন শীতের কারণে ঘুম যাতে না ভেঙে যায় তার জন্য ঐ ব্যক্তিটি স্বপ্ন দেখেন স্কেটিং লোবকের সঙ্গে তিনি বরফে আবৃত অবস্থায় হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন। এইরকম স্বপ্ন দেখার জন্য ব্যক্তিটির ঘুম ভাঙে না।

আবার মনের কোনো দ্বন্দ্ব বা অপূর্ণ-কামনা-বাসনার জন্য আমরা স্বপ্ন দেখি। এজাতীয় স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরণ। আমাদের মনের কোন না কোন দ্বন্দ্বের বা অতৃপ্ত কামনা বাসনার পূরণ হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। যেমন– লটারীর টিকিট কিনে কোনো লক্ষ টাকা লাভের স্বপ্ন দেখে, আবার কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা প্রিয়র সাথে মিলনের স্বপ্ন দেখে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভূরিভোজনের স্বপ্ন দেখে ইত্যাদি। কিন্তু ফ্রয়েড তার স্বপ্নতত্ত্বে যে 'ইচ্ছার' ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা। ফ্রয়েড বলেছেন শিশুরা সরাসরি স্বপ্ন দেখে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা ছদ্মবেশে স্বপ্ন দেখেন।

শিশুদের স্বপ্নে অতৃপ্ত ইচ্ছা সরাসরি প্রকাশ পায়। যে শিশু ইচ্ছা সত্ত্বেও মিষ্টি খেতে পায়নি সে মিষ্টি খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির ফলে ও বাস্তববোধ উন্মেষের ফলে যখন সামাজিক বিধি নিষেধের উপলব্ধি হতে থাকে তখন ব্যক্তির মনে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তাকে সমাজ - অননুমোদিত ইচ্ছাগুলিকে বাধ্য হয়ে অবদমন করতে হয়, মনের মধ্যে যার উৎপত্তি হয় সেই কামনা - বাসনাগুলোকে উৎখাত করে মনের বাইরে তাকে ~~অহে~~ স্থাপন করা যায়না। এইসব অবদমিত কামনা - বাসনাগুলোকে মনের মধ্যে স্থাপন করে ভুলবার চেষ্টা করা হয়. এবং এগুলো তখন চেতন মন থেকে বিতাড়িত হয়ে নির্জ্ঞান মনে ~~স্থাবন~~ স্থান পায়। তারপর স্বপ্নের মাধ্যমে এইসব অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃপ্তিলাভ ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্তি লাভ ঘটলে তা উদ্বেগজনক স্বপ্নে পরিণত হয় এবং ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু পরোক্ষভাবে তৃপ্তিলাভ ঘটলে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না। আর এর ফলে মনের ভারসাম্য বজায় থাকে ও আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। ফ্রয়েডের মতে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলো সাধারণভাবে sexual বা ~~কাম~~ কামনাজনিত। জাগ্রত অবস্থায় এইসব ইচ্ছা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন চেতন মনে বাঁধা পায়। মনের এইদিকটিকে ফ্রয়েড ন্যায়নীতিসম্পন্ন বলেছেন এবং একে super-ego বা অধিসাত্তা বলেছেন। নিদ্রাকালে ন্যায়-নীতি সম্পন্ন মনের এই super-ego স্তরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয় বলে অবদমিত কামজ ইচ্ছাগুলি তৃপ্তি লাভ ঘটায়। এই কামনাজনিত স্বপ্ন এই অবদমিত ইচ্ছার পরোক্ষ পূর্ণতা লাভ। এই জাতীয় স্বপ্নের তাই দুটি রূপ থাকে— (i) ব্যক্ত রূপ এবং (ii) অব্যক্ত রূপ। ফ্রয়েড তার স্বপ্নতত্ত্বে তাই তিন প্রকার স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন — (1) শিশুদের স্বপ্নঃ— এক্ষেত্রে অনবদমিত ইচ্ছার সরাসরি তৃপ্তিলাভ হয়,

② **বয়স্কদের উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন:—** এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছার সরাসরি পরিতৃপ্তিলাভ হয়।

③ **বয়স্কদের স্বপ্ন:—** এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশে বা পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্তিলাভ হয়।

সমালোচনা:— ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল— ফ্রয়েড কামজ ইচ্ছার (sexual) ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েডের মতে বয়স্কদের স্বপ্নে কামজ ইচ্ছারই তৃপ্তি হয়, কিন্তু একথা ঠিক নয়। অ্যাডলার (Adler) যৌন কামনার পরিবর্তে 'আধিপত্য লাভের বাসনা'র ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের আধিপত্য লাভের বাসনাই চরিতার্থ হয়। তবে ফ্রয়েডের মতে sexual বা যৌন শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ফ্রয়েডের মতে যেকোনো তীব্র দৈহিক সুখ কামনাজনিত সুখ। আবার ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় স্বপ্ন কতগুলি সার্বজনীন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, কিন্তু একথা ঠিক নয়, প্রতীকের মাধ্যমে স্বপ্নের প্রকাশ ঘটলেও ব্যক্তিভেদে প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ম্যাকডুগ্যালের মতে ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত কোনো কোনো স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সকল স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আসলে ফ্রয়েড মনোচিকিৎসক হয়ে কতগুলি মনোরোগীর পরীক্ষা করে তাঁর স্বপ্নতত্ত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

— o —